মার্চ এলেই আমরা বাংলাদেশের বাঙালিরা- তা যে যেখানেই থাকি না কেন জয়ের আনন্দে ভরে যাই, আমাদের মন উড়ে যায় যুদ্ধ জয়ের কথায়, মুক্তিযুদ্ধের কথায়, মুক্তিযোদ্ধাদের কথায়, সম্ভ্রম হারানো মা- বোনদের কথায়। কত কথা, কত স্মৃতি ভেসে ওঠে মনের কোণে। ৭১ এর এই মার্চের ৭ তারিখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান রমনার রেসকোর্স মাঠে লাখো বাঙালির সামনে উচ্চারণ করলেন- এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। বাঙালি পেয়ে গেল স্বাধীনতার যুদ্ধে এগিয়ে যাবার মন্ত্র। ২৬শে মার্চ ১৯৭১ শেখ মুজিব আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষনা দিলেন। বাঙালি ঝাপিয়ে পড়লো মুক্তির যুদ্ধে, পাকিস্তানি হানাদারদের রুখে দিল জীবনবাজি রেখে। জ্বলে উঠলো মুক্তকামী বাঙালির চোখ, জনে জনে গড়লো প্রতিরোধ, সারা দেশটা দূর্গ হয়ে উঠলো, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে 'জয় বাংলা' তীব্র শ্লোগান তুলে ট্যাঙ্কের সামনে এগিয়ে দিল সাহসী বুক। নয় মাসে বাঙালি অপূর্ব অমর এক কাব্য রচনা করে ফেললো। ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ এ বাঙালি পেল তার আপন ভূমি, মাতৃভূমি- বাংলাদেশ। সাবাস বাঙালি, সাবাস বাংলাদেশ!! বাঙালি ভূলবে না লাশপোড়া ভোর, সারি সারি স্বজনদের মৃতদেহ, আকাশে কুন্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধোয়া, জ্বলছে শাড়ি, খুকুর ফ্রক, চোখে জল- বুকে আগুন। সে আগুনে পুড়ে ছাই হলো পশুরুপী পাকিস্তানীরা আর তাদের দোসররা। সে এক সময় ছিল বটে!!

আগামী ২৬শে মার্চ ২০১৪, ৪৪তম স্বাধীনতার এই দিনটিতে আমরা সিডনীর বাঙালিরা একত্র হবার একটা প্রয়াস নিয়েছি। আমরা সবাই একসাথে জাতীয় সঙ্গীত গাইবো, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি- এই সোজা সত্যটাকে বারে বারে ধারন করার জন্যই সেদিন আমরা এক হবো। যাদের রক্ত আর সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা, তাদের কাছে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ভালোবাসা আর বিনম্র শ্রদ্ধায় আমরা স্মরণ করবো তাঁদের। বাঙালির মুক্তির যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের আত্মদানকে মহিমান্বিত করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন, বাংলা মায়ের ডাকে আমরা এক হই আগামী ২৬শে মার্চ বুধবার, সন্ধ্যা ৭:০০টায় ল্যাকেম্বা বাংলাদেশ প্যালেস ও বনফুল রেস্তোরার সামনে। আপনি আপনার পরিবারের সবাইকে নিয়ে চলে আসুন, আমরা প্রাণিত হব, আশান্বিত হব, আপনি প্রাণময় হবেন।

ধন্যবাদসহ
সিডনীর বাঙালি সমাজ